৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপন অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অংশ
"মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ"-এর উপস্থাপনা স্ক্রিপ্ট

ক্র	সময়	কর্মসূচী	উপস্থাপনা
১	১২.২০ টা (দেড় মিনিট)	প্রারম্ভ	একটি স্বাধীন দেশ, একটি স্বপ্ন। যে স্বপ্ন পার্থিব সকল বাঁধার বেড়াজাল ভেঙ্গে স্বাধীনতাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত করে তরুণ প্রাণকে। সেই প্রত্যয়ই হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে আলাদা করে তুলেছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের খোকা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন জাতির পিতা, হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু, সাধারণের মধ্যে অনন্যসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার অধরা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সেই স্বপ্নের মশাল ধরেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর হাত ধরেই সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবতায় রূপ নিতে থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ও সহকর্মীবৃন্দ- আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি "৭৫ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ এবং সমাপন অনুষ্ঠানের" সাংস্কৃতিক আয়োজনে। সঞ্চালনায় আছি তাহসিন বিনতে আনিস, আমি জয়া রায় চৌধুরী, আমি উজ্জ্বল বাইন এবং আমি মো: তারিকুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধু, তাঁর সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০৪১ এর সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ এই দুই অভিন্ন স্বপ্নের বহি:প্রকাশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত প্রজাতন্ত্রের নবীন ক্যাডারগণের পরিবেশনায় আমাদের আজকের আয়োজন "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ"।
২	১২.২২ টা	তুমি বাংলার ধ্রুবতারা (কোরাস)	হাজার বছর ধরে শোষণ আর বঞ্চনায় ক্লিষ্ট, জর্জরিত হয়ে একটি জনপদ ডুবেছিল গভীর অমানিশায়, সহস্রাব্দের পরাধীনতার নিকষ নিশীথে আকাশে ছিল না কোন ধ্রুবতারা। এই পথহারা-দিকহারা-দিশেহারা জনতাকে কে দেখাবে দিশা? অবশেষে, শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে, রবীন্দ্রনাথের মত দৃপ্ত পায়ে হেঁটে, অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন। পরাধীনতার মেঘ কেটে নতুন স্বপ্নের হাতছানি নিয়ে দেখা দিল এক পথ প্রদর্শক, এক মহানায়ক, এক জ্যোতির্ময় ধ্রুবতারা...
৩.৩৭ মিনিট		তুমি বাংলার ধ্রুবতারা (কোরাস)	
৩	১২.২৬ টা	আমার পরিচয়	আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি, তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল, তাঁর পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল। সম্মানিত সুধী, বাঙালি জাতির রয়েছে এক সুদীর্ঘ গৌরবান্বিত ইতিহাস। চর্যাপদের অক্ষর থেকে, পালযুগ নামক চিত্রকলার থেকে, কমলার দিঘি-মহুয়ার পালা, গিতাঞ্জলি আর অগ্নিবীণার থেকে বিকশিত বাঙালির অদম্য দুঃসাহসিক অভিযাত্রা। সম্মানিত সুধী, এ পর্যায়ে সৈয়দ শামসুল হকের আমার পরিচয় কবিতাকে নৃত্যের ছন্দের মাধ্যমে মঞ্চায়িত করতে আসছেন ৭৫ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীগণ।
৭ মিনিট		আমার পরিচয়	
৪	১২.৩৪ টা	মিডলি	সমবেত সকলের মত আমারো স্বপ্নের প্রতি, সুন্দরের প্রতি পক্ষপাত রয়েছে, ভালোবাসা রয়েছে। আমি আমার স্বপ্নের কথা বলতে এসেছি। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁরই নির্দেশনায় দেশ আজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে। সেই স্বপ্ন পূরণের নতুন সারথি হিসেবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন তারুণ্যে উদ্দীপ্ত একদল মেধাবী মুখ । তাদেরই সমবেত পরিবেশনায় দেশকে নিয়ে তাদের স্বপ্নের কথা এবার আমরা শুনবো গানে গানে।

৪.৫ মিনিট		মিডলি	
৫	১২.৩৯ টা	জননীরে সঁপে জন্মভূমি (নাটক)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত, ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে কত সোনার ছেলের বুকের তাজা রক্ত ঝরল, কত বধূর সিঁথির সিঁদুর মুছল, কত মায়ের বুক খালি হল, কত মা দেশের জন্য নিজের সন্তানকে উৎসর্গ করলেন। আর বাংলার দামাল ছেলেরা যুদ্ধের ময়দানে একের পর এক দুর্ধর্ষ আক্রমণে পাক হানাদার বাহিনীকে দিশেহারা করে তুলতে লাগোলেন। সম্মানিত সুধী, তেমনি দুর্ধর্ষ একটি দল ক্র্যাকপ্লাটুনের গেরিলা যোদ্ধাদের উপর নির্মিত একটি নাটিকা "*জননীরে সঁপে জন্মভূমি*" উপস্থাপন করতে আসছেন প্রশিক্ষণার্থীগণ।
৮ মিনিট		জননীরে সঁপে জন্মভূমি	
৬	১২.৪৭ টা	সমাপ্তি	"ছাড়িস নে ধরে থাক এঁটে, ওরে হবে তোর জয়। অন্ধকার যায় বুঝি কেটে, ওরে আর নেই ভয়। ওই দেখ্ পূর্বাশার ভালে নিবিড় বনের অন্তরালে শুকতারা হয়েছে উদয়। ওরে আর নেই ভয়।" অন্ধকার-পরাধীনতার সকল প্রাচীর ভেঙ্গে, বাধা বিপত্তির মরিচীকা উপেক্ষা করে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ উপহার দিয়ে যাব আমরা। এমন এক দেশ বিনির্মাণ করব যেখানে বাংলার মানুষ পাবে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত উন্নত জীবন। যেখানে মানুষের প্রাণ ভরবে নির্মল বাতাসে আর আমাদের আগামীর সন্তানেরা বেড়ে উঠবে সমৃদ্ধ দেশে। এই আমাদের প্রত্যাশা, প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিশ্রুতি।
গানের সাথে সাথে শিল্পীদের মঞ্চে প্রবেশ		ইতিহাস জানো তুমি, আমরা পরাজিত হইনি	
	১২.৫০ টা		সম্মানিত সুধী, এরই মধ্য দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আমাদের আজকের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ।